রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, সেপ্টেম্বর ৭, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২২.২২৩—গীতিকার ও সুরকার; চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক গাজী মাজহারুল আনোয়ার ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

২। গাজী মাজহারুল আনোয়ারের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২০ ভাদ্র ১৪২৯/০৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

২০ ভাদ্র ১৪২৯
ঢাকা: ----------
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২২

গীতিকার ও সুরকার; চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক গাজী মাজহারুল আনোয়ার ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

গাজী মাজহারুল আনোয়ার ১৯৪৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুমিল্লা জেলা স্কুল হতে ম্যাট্রিকুলেশন, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ হতে ইন্টারমিডিয়েট এবং তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ হতে স্নাতক সম্পন্ন করেন।

বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অধিকারী গাজী মাজহারুল আনোয়ার ১৯৬৪ সাল থেকে রেডিওতে প্রচারের জন্য গান লেখা শুরু করেন। পাশাপাশি বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্মলগ্ন থেকেই তিনি নিয়মিত গান ও নাটক রচনা করেন। ১৯৬৭ সালে 'আয়না ও অবশিষ্ট' চলচ্চিত্রের জন্য তিনি প্রথম গান রচনা করেন। একই বছর চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গান রচনায় পারদর্শিতা দেখান। তাঁর পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র 'নান্টু ঘটক' ১৯৮২ সালে মুক্তি পায়। তিনি মোট ৪১টি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন। গাজী মাজহারুল আনোয়ার সুরকার ও সংগীত পরিচালক হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জনের মাধ্যমে সংগীতজীবন শুরু করলেও এর পাশাপাশি তিনি একজন খ্যাতিমান গীতিকার হিসাবেও আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি প্রায় ২০ হাজারেরও অধিক গান রচনা করে বাংলা গানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর রচিত বহু হৃদয়স্পর্শী ও দেশাত্মবোধক গানের মধ্যে 'জয় বাংলা, বাংলার জয়'; 'গানের খাতায় স্বরলিপি লিখে'; 'আকাশের হাতে আছে একরাশ নীল'; 'শুধু গান গেয়ে পরিচয়'; 'ও পাখি তোর যন্ত্রণা' প্রভৃতি শ্রোতাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করার জন্য স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তাঁর রচিত 'জয় বাংলা, বাংলার জয়'; 'একতারা তুই দেশের কথা বল রে এবার বল'; 'একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়' গানগুলো বারবার প্রচারিত হতো। তাঁর লেখা এই তিনটি গান বিবিসি বাংলার জরিপে শ্রেষ্ঠ ২০টি গানের মধ্যে নির্বাচিত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন লালন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে গাজী মাজহারুল আনোয়ারের রয়েছে দৃপ্ত পদচারণা। বাংলা চলচ্চিত্রে গানের জন্য তিনি ছয়বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন।

গাজী মাজহারুল আনোয়ার সঙ্গীতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। এর মধ্যে- একুশে পদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিষয়ক এওয়ার্ড; জহির রায়হান চলচ্চিত্র পুরস্কার; শ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসাবে বাচসাস পুরস্কার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২১ সালে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মাননা 'স্বাধীনতা পুরস্কার'-এ ভূষিত করা হয় দেশবরেণ্য এই গানের কিংবদন্তিকে।

ব্যক্তিজীবনে গাজী মাজহারুল আনোয়ার ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল, বিনয়ী, পরোপকারী ও বন্ধুবৎসল একজন মানুষ।

গাজী মাজহারুল আনোয়ারের মৃত্যুতে দেশের সংগীতাঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা, দেশ হারালো একজন সৃজনশীল সংগীতজ্ঞকে।

মন্ত্রিসভা গাজী মাজহারুল আনোয়ারের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd.